দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 0 3 JUN 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাঙ্গন

মাদ্রাসা-ই আলীয়ার মান

ঢাকাস্থ মাদ্রাসা-ই আলীয়া এই উপ-মহাদেশের শ্রেষ্ঠতম সরকারী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসাটি কতিপয় মুসলিম বুদ্ধিজীবীর অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় নিয়ে আশা হয়। অতঃপর এই মাদ্রাসাটি বক্সীবাজারে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয় এবং এই দেশে ইসলামী উচ্চ শিক্ষার পথ সম্প্রসারণে মূল্যবান অবদান রাখে এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত এই মাদ্রাসায় পাঠ দান ও গ্রহণের কাজ অব্যাহতগতিতে এগিয়ে চলেছে। তবে যে জিনিসটি জনমনে আজও জিজ্ঞাসার কারণ হয়ে রয়েছে, তাহলো ঢাকার মাদ্রাসা-ই আলীয়ার মান-মর্যাদা কোন্ পর্যায়ের। এটা কি সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক মর্যাদার অধিকারী নাকি স্নাতক বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ভুক্ত। মাদ্রাসা-ই আলীয়া হতে বহু বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের সুযোগ রয়েছে। যেমন হাদীস, ফিকাহ, তফসীর এবং আদব বা আরবী সাহিত্য ইত্যাদি।

সরকারী স্নাতক মানের বিদ্যায়তনগুলোতে বিষয় ভিত্তিক যে হারে অধ্যাপক নিয়োগ করা হয় অথবা উচ্চ মাধ্যমিক মানের সরকারী বিদ্যায়তনগুলোতে বিষয়ভিত্তিক অধ্যাপকদের যে কোটা নির্ধারণ করা হয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিষয়ভিত্তিক অধ্যাপক নিয়োগের যে নিয়ম নীতি রয়েছে তা অবশ্যই প্রতিপালিত হয়ে আসছে। কিন্তু সরকারী আলীয়া মাদ্রাসাগুলো যেমন মাদ্রাসা-ই আলীয়া ঢাকা, সিলেট আলীয়া মাদ্রাসা ও বগুড়া আলীয়া মাদ্রাসার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের যে কোটা নির্ধারণ করা হয়, তা উচ্চ মাধ্যমিক মান হিসেবে, নাকি স্নাতক মান হিসেবে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান হিসেবে তা আজও আমাদের কাছে রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। কারণ ঢাকার মাদ্রাসা-ই আলীয়ার দাখিল প্রথম শ্রেণী হতে শুরু করে কামিল শেষ পর্যায় পর্যন্ত সবগুলো শ্রেণী চালু আছে। শ্রেণী বা বিষয়ভিত্তিক যতজন শিক্ষক, অধ্যাপক, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ ও আদীব থাকার কথা, প্রয়োজন অনুপাতে ততজন শিক্ষক মাদ্রাসা-ই আলীয়ায় থাকা একান্ত আবশ্যক বলেই আমরা মনে করি। অনুরূপভাবে সিলেট আলীয়া মাদ্রাসা ও বগুড়া আলীয়া মাদ্রাসার কথাও ভেবে দেখা দরকার। বিষয়ভিত্তিক ও শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা হলে আলীয়া মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণ ও দান আরো উন্নত হবে একথা সহজেই অনুমান করা যায়। তাই এ ব্যাপারে সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তর গঠনমুখী বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করলে জনমনের সংশয় দূরীভূত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

—এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী